

গৌরীপুর কলেজটি ২৫ বছরেও সরকারীকরণ করা হয়নি

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ), ২৯শে নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদ-দাতা)।—গৌরীপুর কলেজটি ২৫ বছরেও সরকারীকরণ হয়নি।

ময়মনসিংহ জেলার অধুনালুপ্ত সদর (উঃ) মহকুমার একমাত্র প্রাচীনতম ও উপযুক্ত এই ডিগ্রী কলেজটি সরকারী করণের বহু প্রত্যাশিত দাবী ছিল এলাকাবাসীর। কিন্তু এলাকাবাসীর একমাত্র ন্যায্য এই দাবী আজও পূরণ করা হয়নি।

১৯৬৪ইং সনে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী লোকজনের সক্রিয় সহযোগিতায় পুরানো একটি বড় জমিদার বাড়ীতে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার।

বর্তমানে কলেজটিতে অধ্যাপক কর্মচারীদের বেতন আবাসিক সমস্যা, পাঠাগার, কমনরুম, অডিটোরিয়াম, আরও ছাত্রবাস খেলার মাঠসহ বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। ছাত্র বেতন সরকারী কল্যাণ ভাতা এবং কলেজের সম্পদ থেকে আয় দিয়ে কোনক্রমে চলছে। ফলে বাধ্য হয়েই কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যয় চলানোর জন্য অনিয়মিত আয়ের উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়।

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়া, সাবেক রাষ্ট্রপতি এ, এফ, এম আহমাদ উদ্দিন চৌধুরী, স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, সাবেক শিক্ষা

ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ এম, এ, মজিদ খান, সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী মোমেন উদ্দিন আহমাদ, সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী গোলাম সারোয়ার মিলন ও সাবেক স্বাস্থ্য উপমন্ত্রী নুরুল আমিন খান পাঠান বিভিন্ন সময়ে গৌরীপুর কলেজে আগেন এবং কলেজটি সরকারীকরণের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে এই কলেজটি সরকারীকরণের দাবীতে গৌরীপুরে সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং উপজেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ছাত্র ঐক্য পরিষদ, গৌরীপুর কলেজ ছাত্র সংসদ ও এলাকাবাসীদের উদ্যোগে কলেজ সরকারীকরণের দাবীতে গৌরীপুরে অর্ধদিবস হরতাল পালন করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে গৌরীপুর উপজেলা পরিষদ কলেজটি সরকারীকরণের জন্য একটি রেজলেশন করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। এ ছাড়াও কলেজটি জাতীয় করণের জন্য বর্তমান রাষ্ট্রপতির কাছে কলেজের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরও কলেজটি সরকারী করণের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়নি।

উল্লেখ্য যে অধুনালুপ্ত ময়মনসিংহ সদর (উঃ) মহকুমায় কোন সরকারী কলেজ নেই।



সাবেক একটি জমিদার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত গৌরীপুর কলেজ।—সংবাদ